"সম্পূর্ণতার নিকটে পৌঁছানোর প্রমাণ "

আজ দিলারাম বাবা নিজের হৃদসিংহাসনে (দিলতখতনশীন) বাচ্চাদের তাঁর হৃদয়ের কথা বলতে এসেছেন । সব বাচ্চারাই জানে যে দিলারামের মনে কোন্ কথাটি আছে? দিলারাম বাবার হৃদয়ে সর্বদা সকলকে আরাম দিতে পারে, এমন হৃদয়বান বাচ্চারাই থাকে । বাবার হৃদয়ে সব বাচ্চাদের প্রতি একটি কথাই থাকে যে প্রত্যেক বাচ্চা বিশেষ আত্মা হিসাবে বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত হোক। বিশ্ব রাজ্য ভাগ্যের অধিকারী হোক। প্রত্যেক বাচ্চা একে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রূপে সুসজ্জিত , গুণ সম্পন্ন , শক্তি সম্পন্ন স্বরূপে নম্বরওয়ান হোক। প্রত্যেকের বিশেষত্ব একে অপরের চেয়ে বেশী আকর্ষণকারী হোক যা দেখে সমগ্র বিশ্ব গুণগান করে। প্রত্যেকে বিশ্বের আত্মাদের জন্য লাইট হাউস মাইট হাউস হোক , ধরার উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ হোক। প্রতিটি নক্ষত্রের শ্রেষ্ঠ কর্ম শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প দ্বারা জমা হওয়া বিশেষত্বের খাজানা এতই পরিপূর্ণ যাতে থাকে যে প্রত্যেকটি নক্ষত্রের যেন একটি আলাদা জগৎ দেখা যায়। যা দেখে সবাই নিজের দুঃখ ভুলে সুখের অনুভূতি করে আনন্দ লাভ করে। সর্ব প্রাপ্তির সকলের অলৌকিক দুনিয়া দেখে বাহ-বাহ এর গান গায়। এই হল দিলারাম বাপদাদার মনের কথা।

এবার বাচ্চাদের মনে কি আছে , সবাই নিজের নিজের মনকে কি জানো ? অন্যদের মনকেও জানো কি ? নাকি শুধু নিজেকেই জানো ? যখন নিজেদের মধ্যে রুহ-রিহান করো তখন মনের উৎসাহের বর্ণনা করো কিনা । তাতে মুখ্য বর্ণনা কি থাকে ? সকলের বিশেষ ভাবে এই সঙ্কল্পই চলে বাবা যেটা বলেন সেটা করে দেখাবে এবং বাবার সমান হয়েই যাবে। তো বাবার মনের কথা আর বাচ্চাদের মনের কথা একই হল। তবুও পুরুষার্থী নম্বর অনুযায়ী কেন ? সবাই নম্বরওয়ান কেন নয়? সবাই কি নম্বরওয়ান হতে পারবে ? সবাই বিশ্বের রাজা হতে পারে নাকি তাও অসম্ভব ? শুধু একজন বিশ্বের রাজা হবে নাকি অনেকে হবে আর নিজের নিজের সময় অনুযায়ী বিশ্বের রাজা হবে? তাহলে সবাই কেন বলো যে আমরা বিশ্বের রাজ্য নিচ্ছি অথবা বিশ্বের রাজ্য অধিকারী হতে চলেছি? রাজ্যে আসব রাজ্য করব , কেউ রাজ্য করবে আর কেউ রাজ্যে কেবলই আসবে অথবা সবাই রাজ্য করবে , কি হবে প্রজা তো অনেক হবে সে চিন্তা কোরো না । শুধু রাজ্যে আসার জন্য এত পরিশ্রম করছ ? রাজ্য লাভ করতে নয় , রাজ্যে আসার জন্যে ? তাহলে রাজ্য করবে তো সকলে? প্রত্যেকে ভাবছে আমি তো করব বাকি কেউ আসুক না আসুক . .... সেটা তাদের বিষয়। রাজযোগ শিখছ তো ? রাজা হওয়ার যোগ করছ নাকি রাজ্যে আসার জন্যে যোগ শিখছ ? রাজযোগী তাই তো ? রাজ্যে আসার যোগী নয় তো ? এমনই সবাই নম্বরওয়ান হবে নাকি এইভাবে নম্বর অনুযায়ী আসতেই থাকবে ?

আগেও বলেছি যে প্রত্যেকে নিজের স্টেজ অনুযায়ী , নিজের হিসেব অনুযায়ী নম্বরওয়ান তো হবেই তাই না ! তাদের জন্যে সেটাই হবে নম্বরওয়ান গোল্ডেন স্টেজ কিনা । সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নম্বরওয়ান স্টেজ , সেই হিসাবে অন্তিম সময়ে হয়েই যাবে তাইনা । নিজের হিসাবে সম্পন্ন এবং সম্পূর্ণ তো হবেই তাইনা । সম্পূর্ণ কল্পে সেই আত্মার নম্বরওয়ান শ্রেষ্ঠ স্টেজ তো সেইটাই হবে কিনা । অন্য হিসাবে নম্বর অনুযায়ী হয়েও নিজের স্টেজ হিসাবে নম্বরওয়ান হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি আত্মার নিজস্ব সম্পূর্ণ স্টেজ আছে। যেমন ব্রহ্মার পুরুষার্থী এবং সম্পূর্ণ দুই স্টেজ দেখেছ এবং অনুভবও করছ যে

সম্পূর্ণ স্টেজে পৌঁছে কি কি বিশেষত্ব অব্যক্ত রূপেও পার্টে নিয়ে আসছেন। যেমন ব্রহ্মাবাবার সম্পূর্ণ স্টেজ এবং পুরুষার্থী স্টেজ দুইয়েরই তফাৎ অনুভব করো তেমনই প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মারও সম্পূর্ণ স্টেজের স্বরূপ রয়েছে । যা অব্যক্ত বতনে বাপদাদা ইমার্জ করে দেখেন আর দেখাতেও পারেন। সেই সম্পূর্ণ স্বরূপকে দেখে বাপদাদা দেখছেন যে প্রত্যেকের সম্পূর্ণ স্বরূপ কতখানি রুহানী ঝলক এবং শক্তি সহ রয়েছে । এখন সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করছ আর প্রাপ্ত করবেই । কিন্তু কোনো কোনো বাচ্চাদের সম্পূর্ণ স্টেজ একেবারে নিকটে আছে। যার প্রমাণ হল যেমন ব্রহ্মা বাবাকে দেখেছ - সর্বদা নিজের সম্পূর্ণ স্টেজ এবং ভবিষ্যতের প্রালব্ধ অর্থাৎ ফরিস্তা স্বরূপ এবং দেবতা স্বরূপ দুই-ই স্মৃতি এতোই স্পষ্ট ছিল যে ওনার সামনে যারা থাকতো তারা পুরুষার্থী স্বরূপ হওয়া সত্বেও ফরিস্তা স্বরূপ এবং ভবিষ্যতের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপের দর্শক করত এবং বর্ণনাও করত। তেমনই বাচ্চাদের মধ্যেও সম্পূর্ণতার নিকটস্থ হওয়ার প্রমাণ হবে নিজেও নিকটে থাকার অনুভব করবে এবং অন্যদেরও অনুভব হবে। ব্যক্ত থেকে অব্যক্ত রূপের অনুভূতি করবে। ফলে সম্মুখীন আত্মারা ব্যক্ত ভাব ভুলে অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করবে। এই হল নিকটস্থ হওয়ার প্রমাণ । আর অনেক বাচ্চাদের এখনও সম্পূর্ণতার স্টেজের স্পষ্ট এবং নিকটের অনুভব হয়না তার প্রমাণ চিহ্ন গুলি কি ? যে বস্তু স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী হয় সেটি অনুভব করা সহজ হয়। আর দূরের বস্তু অনুভব করতে বিশেষ বুদ্ধি ব্যবহার করতে হয়। এমনভাবেই এইরূপ আত্মারা জ্ঞানের আধারে বুদ্ধিযোগ দ্বারা সম্পূর্ণ স্টেজকে টেনে রেখে পরিশ্রমের সাথে বা জোর লাগিয়ে সেই স্টেজে স্থির হয়ে থাকতে পারে।

দ্বিতীয়ত, এমন আত্মাদের স্পষ্টভাবে নিকটে থাকার অনুভূতি না থাকার দরুন কখনও কখনও এই সঙ্কল্প উৎপন্ন হয় যে স্বরূপ ধারণ করা তো উচিত কিন্তু আমি কি পারব ? নিজের প্রতি একটুও ব্যর্থ সঙ্কল্পের রূপে সংশয় উৎপন্ন হলে তাকে বলা হবে "সংশয়ের রয়্যাল রূপ" । সংশয় যদি হালকা ভাবেও আসে তাহলেই বিপদ কিন্তু নিশ্চয় বুদ্ধি বিজয়ন্তী অর্থাৎ নিশ্চয় পাকা তো বিজয় নিশ্চিত । এই স্থিতিতে স্বপ্নেও আসা সংকল্প , হাল্কা ঢেউয়ের মতন আসা সংকল্প ফাইনাল নম্বরে দূরত্ব এনে দেয়। তার বিশেষ সংস্কার বা স্বভাব এখনই উৎসাহী উড়ন্ত স্বরূপ আর এখনই উদাসী স্বরূপ করে দেয়। বারবার এইরূপ সিঁড়িতে উঠবে আর নামতে থাকবে। উৎসাহী এবং উদাসী এই দুই স্বরূপের সিঁড়ির কারণ কি ? নিজের সম্পূর্ণ স্টেজ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী নয়। তাহলে এখন কি করণীয় ? এখন সম্পূর্ণ স্টেজকে নিকটস্থ করো। করবে কিভাবে ? সেই বিধি জানো কি ? কি জানো ? সেটাও বেশ মজার বিষয় । বাপদাদা কি দেখছেন ? অনেক বাচ্চারা , সবাই নয় কিন্তু মেজরিটি, কি করে ? উঁচু থেকে উঁচু বাবার অতিপ্রিয় হওয়ার দরুন অতিরিক্ত প্রিয় হয়ে যায়। আর অতিরিক্ত প্রিয় হওয়ার কারণে একটু বেশীই সেন্সেটিভ হয়ে যায়। সেন্সেটিভ হয় বলে মান অভিমানের ঢঙ তো দেখাবেই । সেই ঢঙ গুলি কি কি ? বাবার কথা বাবাকেই শোনায়। নিজে হয় সেন্সেটিভ আর বাবাকে বলে আমার হয়ে বাবা তুমি করে দাও। সহ্যশক্তির দৃঢ়তা কম থাকে। সহ্যশক্তি হল সকল বিঘ্ন থেকে সুরক্ষিত থাকার কবচ । কবচ না পরার জন্যে সেন্সেটিভ হয়ে যায়। আমাকে করতে হবে , এই পাঠে কাঁচা থেকে যায়। কিন্তু অন্য কেউ করুক আর বাবা-ই করুক এই পাঠ দুর্বল করে দেয়। ফলে অমনোযোগিতার পর্দা পড়ে যায় আর সম্পূর্ণ স্টেজ স্পষ্ট এবং নিকটবর্তী দেখা যায়না তাই ত্রি-লোকের পরিক্রমার বদলে এই উৎসাহী এবং উদাসী স্টেজের কথায় , এই দুনিয়ার কথায় অথবা এই সিঁড়িতেই ওঠা-নামা করতে থাকো। এরজন্য কি করতে হবে ? অতিপ্রিয় হও কিন্তু অমনোযোগিতার অতিপ্রিয় হয়ে যেও না । তো কি হবে? নিজের সম্পূর্ণতাকে সহজেই প্রাপ্ত করবে। প্রথমে তো নিজের সম্পূর্ণ স্টেজকে , স্বয়ংকে বরণ করতে হবে অর্থাৎ সর্বদা উৎসাহের বরণ-মালা

গলায় দিয়ে শ্রী-লক্ষ্মী বা শ্রী-নারায়ণকে বরণ করবে। তোমাদের সবার সম্পূর্ণ স্টেজ তোমাদের (পুরুষার্থীদের) আহ্বান করছে। যখন তোমরা সবাই সম্পূর্ণ স্টেজ লাভ করবে তখনই সম্পূর্ণ ব্রহ্মা এবং ব্রাহ্মণ একত্রে ব্রহ্ম নিবাসে ফিরতে পারবে এবং আবার রাজ্য অধিকারী হতে পারবে । আচ্ছা।

এমনই সম্পূর্ণ স্টেজের নিকটস্থ আত্মারা , ব্রহ্মাবাবার সাথে সম্পূর্ণ স্টেজকে বরণ করতে পারে, সর্বদা নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের অনুভূতি দ্বারা অন্যদের সম্পূর্ণ হতে প্রেরিত করতে পারে , প্রত্যেককে নিজের স্পষ্টতা দ্বারা দর্পণ রূপে , সম্পূর্ণ স্টেজের দর্শন করাতে পারে , সর্বদা উৎসাহী , এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ স্নেহ আর নমস্কার ।

টিচারদের *সঙ্গে*

রূহানী সেবাধারী হল বাবার সমান । তাহলে সেবাধারীদের কি সওগাত চাই ? যখন একের সাথে অপরের মিল নজরে পড়ে তখন উপহার আদান প্রদান হয়, তাইনা ? সেবাধারী তো হলই বাবার সমান । তো বাবা কি উপহার দেবেন? বা তুমি দেবে ? জ্ঞান তো অনেক শুনেছ । মুরলীও শুনেছ। এখন আর কি বাকি রইল ? সেবাধারী হল বাপদাদার কাছের আত্মা, কাছের আত্মাদের বাপদাদা কি উপহার দেবেন? সেবাধারীদের আজ বাপদাদা বিশেষ এক গোল্ডেন ভার্সনের(Golden versions) উপহার দিচ্ছেন । সেটা কি ? 'সর্বদা প্রতিদিন স্ব-উৎসাহ এবং সকলকে উৎসাহ দেওয়ার উৎসব করো।" এটাই হল সেবাধারীদের জন্য স্নেহের সওগাত। এই সওগাতের বিষয়টিকে পরে মুরলীতে স্পষ্ট করে বলবো, সওগাত ছোট হলেও সেটি সুন্দরই হয়। তো আজ মুরলী চালাবো না, বরং সংক্ষেপে এটাই বলবো যে উৎসাহে থাকার এবং উৎসাহ দেওয়ার উৎসব করো। এর ফলে কি হবে? যেটুকু পরিশ্রম করতে হয় তা করতে হবে না । সংস্কার মেলানোর সংস্কার মেটানোর পরিশ্রম থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। যেমন কখনও কোনো বিশেষ উৎসব পালনে শারীরিক ব্যাধি , ধনের ঘাটতি , সম্বন্ধের খিটিমিটি সব ভুলে যাও। তেমনভাবে যদি এই উৎসবও পালন করো তাহলে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। তখন আর সময়ও দিতে হবেনা , শক্তিও লাগাতে হবেনা । সর্বদা এমন অনুভব করবে যে সবাই ফরিস্তা স্বরূপে চলছে। এমনিতেও কথায় আছে ফরিস্তাদের চরণ পৃথিবীতে পড়েনা। তো সবাই উড়ন্ত ফরিস্তায় পরিণত হবে। সেইজন্য রূহানী সেবাধারী এখন এই সেবা করো। কোর্স করানো, প্রদর্শনী করা এবং করানো, মেলা করা এবং করানো, এইসব করতে অনেক পরিশ্রম করেছ। এখন এই পরিশ্রমকে সহজ করার উপায় হল এই (যা বাবা আগে বলেছেন) পরিণামে ঘরে বসে অনুভব করবে যেন বহ্নিপতঙ্গ সহজেই দীপশিখার দিকে ছুটে আসছে । তাছাড়া এই পরিশ্রম ও আর কতদিন করবে। এইসব উপায়েরও তো পরিবর্তন হবে তাই না! তো কম খরচেও উৎকৃষ্ট বস্তু লাভ (কম খর্চ বালা নশীন) বা কম পরিশ্রমে অধিক সফলতার উপায় হল-- এটাই হল তোমাদের জন্য উপহার । তাহলে তোমাদের আর মেলার আয়োজন করতে হবে না বরং মেলা আয়োজন করবার জন্য নিমিত্ত অনেক আত্মা রেডি হয়ে যাবে। তোমাদের নিমন্ত্রণ করবে। যেমন এখনও ভাষণের জন্যে স্টেজে আমন্ত্রণ জানায় । তখন মেলা ইত্যাদি আয়োজন করার পরিশ্রম করতে হবেনা । এখন তোমরা দিদি - দাদিদের উদ্ঘাটন(inauguration) করতে ডাকো তখন তোমরাই দিদি-দাদি হয়ে যাবে , উদ্ঘাটনকারী দর্শনীয় মূর্তি হয়ে যাবে। এটা তো ভালই তাই না ! এখনও টেন্ট লাগাও, গাইডকে ডাকো, যারা লাগাবে তাদের ডাকো .... এই সব পরিশ্রম করতে চাও !

আচ্ছা - এখন উপহার পেয়ে গেছ তো ! এখন কি দেবে ? এই সঙ্কল্প করো যে "না কখনো নিজের উৎসাহ কম হবে আর না-ই অন্যদের উৎসাহ কম হতে দেবে" । এইটুকুই দিতে হবে। যা কিছুই হয়ে যাক না কেন, যেমন লৌকিকে ব্রত রাখলে অর্থাৎ উপোস করলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্যাকুল হলেও ব্রতের নিয়ম ত্যাগ করে না, অজ্ঞান হয়ে গেলেও না । তো সেইরকম ব্রত করো। যে কোনো সমস্যাই আসুক না কেন, কেউ উৎসাহে বাধা হয়ে দাঁড়াক না কেন, না নিজের উৎসাহ কম হতে দেবো, না অন্যদের হতে দেবো। এগিয়ে যাবো আর এগিয়ে নিয়ে যাবো। তাহলে সর্বদাই উৎসব হবে, মেলা হবে, সেমিনার হবে, অন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্মেলন হবে। আচ্ছা-- উপহার পেয়েছ, নিয়েও নিয়েছ আর কি চাই । আচ্ছা ।

বরদান : খুশীর সঙ্গে শক্তিকে ধারণ করে বিঘ্নকে অতিক্রমকারী বিঘ্ন জিত ভব।

যে বাচ্চারা জমা করতে জানে তারা-ই শক্তিশালী হয়। যদি এখনই উপার্জন করে এখনই ভাগ করে দেওয়া হয় নিজের মধ্যে না রাখা হয়, তবে শক্তি সঞ্চিত হবে না। শুধু বিলিয়ে দেওয়ার বা দান করার খুশীই তাতে থাকে। খুশীর সঙ্গে শক্তিও থাকলে সহজেই বিঘ্নকে পার করে বিঘ্ন জিত হয়ে যাবে। তারপর কোনো বিঘ্ন-ই পুরুষার্থের লগনে বাধা হবেনা ফলে চেহারায় যেমন খুশীর চমক দেখা দেয় তেমনই শক্তির চমকও যেন দেখা যায়।

স্লোগান : পরিস্থিতিতে না ঘাবড়ে তাকে শিক্ষক ভেবে শিক্ষা গ্রহণ করো।